যায়যায়দিন

তারিখ 28 MAR 2012
পৃঃ ১৭ কলাম ৫

কমলনগরে স্কুল ভবন নির্মাণে বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

কমলনগর উপজেলার দক্ষিণ চরকালকিনি হাজী এছাক রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজে লোহার রডের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশের কঞ্চি। এছাড়া নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট ও পরিমিত সিমেন্ট ব্যবহার না করায় নির্মাণাধীন ভবনের একাধিক স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর দাবির মুখে রোববার উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রকৌশলী ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। উপজেলা প্রকৌশল অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে দক্ষিণ চরকালকিনি হাজী এছাক রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে ২৬ লাখ ১৪ হাজার ৩৩১ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। দরপত্রের মাধ্যমে মেসার্স মাহবুব ব্রাদার্স নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভবনটির নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পায়। ভবন নির্মাণের শুরু থেকে ওই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করে আসছে বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা ডা. নুরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন ও জামাল উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, ভবন নির্মাণের অনিয়মের প্রতিবাদ করলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিক ক্ষমতাসীন দলের লোক হওয়ায় তিনি কোনো কিছু তোয়াক্কা করেননি। তারা অভিযোগ করেন, নির্মাণ কাজে খুবই নিম্নমানের ইট এবং পরিমাণের চেয়ে অনেক কম সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ভবনটির ছাদসহ দেয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং পলেস্তারা খসে পড়ছে। এলাকাবাসী জানান, লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে ভবনটির ছাদ ও জানালার লিন্টেন ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিষয়টি তারা উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন।

কমলনগরে ভবন তৈরিতে রডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে কঞ্চি -যায়যাদি

উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল বারাকাত দুলাল ও উপজেলা প্রকৌশলী রোববার ঘটনাস্থলে গিয়ে ভবনটির জানালার লিন্টেন ভেঙে লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চি ব্যবহারের সত্যতা পান। উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল বারাকাত দুলাল বলেন, লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চি ব্যবহারসহ ভবনটির নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম হওয়ায় নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম হওয়ার কথা স্বীকার করে উপজেলা প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম জানান, নির্মাণাধীন স্কুল ভবনটি ভেঙে সিডিউল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বক্তব্য নেয়ার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।